[illegible]

“[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]” [illegible] [illegible] [illegible]

বিদ্যালয় মাঠে এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় একদিকে অংশগ্রহণ করে ২ নাম্বার ওয়ার্ড অপরদিকে অংশ গ্রহণ করে ৯ নম্বর ওয়ার্ড। ২ নাম্বার ওয়ার্ড প্রথমে ব্যাটে গিয়ে ৯০ রানের টার্গেটে ৯ নম্বর ওয়ার্ড জয় লাভ করে।

মেহেরপুর পৌর গোল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র যুগ্ন আহবায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাসসহ অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা।

এ সময় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর পৌর ওয়ার্ল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা সমাপ্তি করেন।

উল্লেখযোগ্য মেহেরপুর পৌর গোল্ড কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে মেহেরপুর পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ড থেকে ৯টি দল অংশগ্রহণ করে। এই মেহেরপুর পৌর গোল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজনকে ঘিরে মেহেরপুর পৌরসভার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা গেছে।

বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার রিজওয়ান

২০২১ সালের বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার হিসেবে পাকিস্তানের রিজওয়ানের নাম ঘোষণা করেছে আইসিসি। গত বছর ফর্মের তুঙ্গে থাকা মোহাম্মদ রিজওয়ানই নির্বাচিত হয়েছেন ২০ ওভারের ক্রিকেটে বর্ষসেরা ক্রিকেটার।

২০২১ সালে ২৯টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন রিজওয়ান। এই পাকিস্তানি তারকা ৭৩.৬৬ গড়ে রান করেছেন ১৩২৬।

উইকেটের পেছনে ডিসমিসাল আছে ২৪টি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি এক

বছরে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহের রেকর্ড তিনি ভেঙে ফেলেছিলেন সেই জুলাই মাসেই।

বর্ষসেরার লড়াইয়ে রিজওয়ান পেছনে ফেলেছেন ইংল্যান্ডের জস বাটলার, অস্ট্রেলিয়ার মিচেল মার্শ ও শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা।

ক্রিকেট ট্যালেন্ট হান্টে বিভাগে উত্তীর্ণ মেহেরপুরের আলিফ

ক্রিকেট `ট্যালেন্ট হান্ট’ প্রতিযোগীয়তায় এ গ্রুপে বোলার হিসেবে খুলনা বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে মেহেরপেুরের এস এম নাকাম রেজা আলিফ।

আলিফ মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র। আলিফ মেহেরপুর হাসপাতাল এলাকার জীম ফার্মেসীর মালিক শফির রেজার পান্নার সন্তান।

গত ৩০ অক্টোবর যশোর স্টেডিয়াম মাঠে খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ের বাছাই প্রতিযোগীতা সম্পন্ন হয়। আলিফ ইতোমধ্যে উপজেলা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে জেলা পর্যায়ে এবং জেলা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বিভাগীয় বাছাই প্রতিযোগীতায় বোলার হিসেবে উত্তীর্ণ হয়েছে।

সারাদেশ থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতীয় লেভেলে উত্তীর্ণদের ক্ষুদে থেকে পরিণত এবং প্রফেশনাল ক্রিকেটার হিসেবে গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে PKCSBD ক্রিকেট `ট্যালেন্ট হান্ট’ প্রকল্প কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

মেহেরপুরে রমরমা ক্রিকেট জুয়া

মেহেরপুরে শহর ও গ্রামে সর্বত্রই চলছে রমরমা ক্রিকেট জুয়া। আগে কেবল শহর এলাকায় ক্রিকেট জুয়ার বাজি ধরতে দেখা গেলেও এখন তা মহামারির মতো প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে স্কুল, কলেজ পড়ুয়া যুবকসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ। এমনকি যারা নিরক্ষর তারাও বাজি ধরছেন আইপিএল, বিপিএল, টি-টয়েন্টি কিংবা যেকোনো ক্রিকেট খেলায়।

বর্তমানে চলছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ (আইপিএল), যা জুয়াড়ীদের ভরা মৌসুম। প্রতিদিন হাজার থেকে লাখ টাকা পর্যন্ত বাজি ধরছেন জুয়াড়ীরা। ক্রিকেট জুয়ার নেশায় পড়ে টাকা হারিয়ে অনেকেই এখন সর্বশান্ত। এই জুয়ার বাজি হয় মোবাইলে। তাই এই চক্রের সঙ্গে জড়িত সবাই এক প্রকার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। খেলা শুরু হলেই টিভির সামনে দেখা যায় জুয়াড়ীদের আনাগোনা। তবে জুয়ার বিষয়টি সকলের নজরে আসায় জুয়ার সাথে সম্পৃক্ত ডিলার বা মিডিয়ারা বিভিন্ন মাধ্যম অবলম্বন করে বর্তমানে চালাচ্ছে জুয়ার আসর। খেলা শুরুর আগে ব্যস্ত হয়ে ওঠে মিডিয়া অপরপ্রান্তে জুয়াড়ীরা ব্যস্ত হয় কোন দলের কত রেট তা জানতে। এই জুয়া বা বেটিং সাধারণত দুই দলের হার-জিতের ওপর ধরা হয়। এই ক্ষেত্রে ভালো দল, যার জয়ের সুযোগ বেশি তার বাজির হার বড় আর অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল ছোট ।

পদ্ধতিটি যেমন, মনে করুন পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা খেলা হচ্ছে। তখন পাকিস্তানের পক্ষে বাজি হলো ছোট এবং দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে বড়। দক্ষিণ আফ্রিকা যেহেতু ভালো দল, তাই যে বাজি ধরবে সে ২০০০ দিলে ১০০০ টাকা পাবে। আর বাংলাদেশ যেহেতু দুর্বল দল তাই বাংলাদেশ জিতলে যে বাজি ধরবে সে ১০০০ দিলে ২০০০ পাবে। অর্থাৎ আপনি যদি অজিদের হয়ে বাজি ধরেন তবে আপনাকে কমপক্ষে ২০০০ টাকা দিয়ে বাজি ধরতে হবে। আর বাংলাদেশ ধরলে ১০০০ টাকা। যদিও এই বাজির টাকা প্রায়ই ওঠানামা করে। আবার খেলার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে দল পাল্টিয়েও নেওয়া যায় কখনও কখনও । এই বাজির ক্ষেত্রে বেশিরভাগ জুয়াড়ী দুর্বল দলের হয়ে বাজি ধরে থাকে। কেননা এতে বিনিয়োগ কম থাকে আর লাভ বেশি। অনুসন্ধানে জানা গেছে প্রতি রাতে সারা শহরজুড়ে চলে লক্ষ লক্ষ টাকার জুয়া। ক্রিকেট জুয়ার পুরো ব্যবস্থায় থাকেন কয়েকজন বড় ডিলার বা মিডিয়া। তারা দুই পক্ষের লোকজনের কাছে মোবাইলে অর্ডায় নেয়। জুয়ায় বিজয়ীদের ঠিকমতো টাকাও পরিশোধ করে তারা। দুই পক্ষের কমিশনের উপরে চলে এসব ডিলার বা মিডিয়ারা। এসব

ডিলার বা মিডিয়ারা জুয়া পরিচালনা করে কেউ কেউ এখন লাখ লাখ টাকার মালিক বনে গেছেন। এসকল ডিলার বা মিডিয়ারা শহরের বিভিন্ন স্থানে নামমাত্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে কর্মচারীর মাধ্যমে জুয়ার টাকা লেনদেন করেন। মূল ডিলার বা মিডিয়ারা থাকেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। এই জুয়া খেলে সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে অনেকেই। ঘটেছে আত্মহত্যার মতো ঘটনা। শুধুমাত্র ক্রিকেট-ই নয় মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমেও মোবাইলে প্রকাশ্◌েযই বেটিং সাইটগুলোতে চলছে জুয়া। বেট-৩৬৫ ডটকম নামের সাইটটি সর্বক্ষণিক জুয়া খেলার অন্যতম মাধ্যম। এই সাইটের সকল খেলা জুয়ার জন্য। বৈদেশিক ডলারের মাধ্যমে এই সাইটের খেলাগুলো খেলে থাকে জুয়াড়ীরা। প্রথমে সাইটের শর্তনুযায়ী একাউন্ট করতে হয় এরপর একাউন্ট চালু হলে সেখানে ডলার ইনভেষ্ট করে খেলা করা যায়। যে কারণে এই খেলা চালাতে অবৈধভাবে ডলার কেনাবেচাঁও করে অনেকেই ।

নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক অভিভাবক জানান, আমার ছেলে ক্রিকেট জুয়ায় নিঃস্ব হয়ে গেছে। লাখ লাখ টাকা জুয়া খেলে উড়িয়ে দিয়েছে। বাড়ির আসবাপত্র, গহনা চুরি করে জুয়া খেলেছে। নিজের থাকার খাটটিও বিক্রি করে দিয়েছিল। এখন সব হারিয়ে সে বুঝতে পেরেছে। ওর জন্য মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারি না। শুধু আমি না আমার মতো মেহেরপুরের অনেক পরিবারই সন্তানদের নিয়ে এমন কষ্টে আছে।

অনুসন্ধানে আরও জানা গেছে, মেহেরপুরে ক্রিকেট জুয়ার অন্যতম ডিলার হিসেবে পরিচিত মেহেরপুর শহরের এশিয়া নেট মোড় এলাকার ‘ক’ অদ্যক্ষর এর একজন। তিনি মেহেরপুরে ক্রিকেটে জুয়ার জগতের অন্যতম গডফাদার। জুয়ার টাকায় তার রাজকীয় জীবনযাপন। শুধু আইপিএলই নয়, এমন কোন খেলা নেই, যে সেই খেলার গেম ‘ক’ করে না। সারা বছরই ‘ক’এর মিডিয়াগিরি চলে। ক্রিকেট মৌসুমে লক্ষ থেকে কোটি টাকা লেনদেন হয় ‘ক’ এর হাত দিয়ে। এছাড়া ‘ক’ এর মাধ্যমে যারা জুয়া খেলে তারা সকলে বড় বড় পার্টি। মোটা টাকার জুয়া খেলে এসব পার্টিরা। ‘ক’ এর কাছে এক গেমে লাখ টাকা বিট করার মতো পার্টিও আছে।

দ্বিতীয় অবস্থানে আছে শহরের মিমি বেকারি এলাকার ‘র’ অদ্যক্ষরের আরেক জুয়াড়ী। ‘ক’ ও ‘র’ প্রশাসনের বিভিন্ন সদস্যদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলে দীর্ঘদিন ধরে জুয়ার কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। ‘ক’ ও ‘র’ সাথে প্রশাসনের সদস্যদের ওঠাবসা সহ জন্মদিনের অনুষ্ঠানে সেলিব্রেট করতে দেখা গেছে। প্রশাসনের সাথে সখ্যতা থাকার কারণে এসকল ডিলার বা মিডিয়ারা কোন কিছুর তোয়াক্কা না করেই বীরদর্পে চালিয়ে যাচ্ছে রমরমা জুয়ার ব্যবসা। কমিশনের টাকায় হচ্ছে লক্ষ

লক্ষ টাকার মালিক।

এছাড়াও জুয়াড়ীদের মধ্যে নামের অদ্যক্ষর দিয়ে রয়েছে হোটেল বাজার এলাকার ‘ল’, পুরাতন বাসষ্ট্যান্ড এলাকার ‘প্র’, ‘বি’, ‘লি’, ‘রি’, শেখ পাড়ার ‘রু’, হাই স্কুল পাড়ার ‘র’, হালদারপাড়ার ‘ও’, ঈদগাহ পাড়ার ‘ম’, মল্লিকপাড়ার রমেশ ক্লিনিক এলাকার ‘ই’, তাহের ক্লিনিক পাড়ার ‘শ’সহ যে কয়েকজন ডিলার বা মিডিয়া রয়েছে তাদের আটকানো না গেলে এই জুয়া বন্ধ হবে না।

জুয়ার নেশায় নগদ টাকা থেকে শুরু করে, বাড়ির আসবাবপত্র, পরিবারের সদস্যদের গহনা পর্যন্ত দিয়ে বাজি ধরছে অনেকেই। জুয়ার সঙ্গে জড়িতদের নিয়ে তাদের পরিবারের লোকজনও পড়েছেন বিপাকে। অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে পরিবারে। অনেকেই হয়েছে ঋণগ্রস্থ। এখন জুয়া এক সামাজিক মহামারি হিসেবে দেখা দিয়েছে। নব্য এই জুয়া বন্ধ করা না গেলে শত শত পরিবারকে এর কঠিন মূল্য দিতে হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, আইপিএল শুরু হলেই এই চক্র বেশি সক্রিয় হয়ে উঠে। তাদের তথ্য প্রমাণসহ ধরাটাও বেশ জটিল। সুনির্দিষ্ট তথ্য পেলে আমরা অবশ্যই জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

দর্শনা প্রেস ক্লাবে ৩ সাংবাদিককে ফুলেল শুভেচ্ছা

দর্শনা প্রেস ক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির পক্ষ থেকে ৩ সাংবাদিককে ফুলেল শুভেচ্ছা দেয়া হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ৯ টার দিকে দর্শনা প্রেস ক্লাবে ফুলেল শুভেচ্ছা দেয়া হয় জীবননগর পৌরসভায় ওয়ার্ড কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ায় সাংবাদিক জামাল হোসেনকে, এশিয়ান টেলিভিশনের সেরা প্রতিবেদক হওয়ায় আজাদ হোসেনকে ও মাইটি’র জেলা প্রতিনিধি হিসেবে পুরস্কৃত হওয়ায় ইকরামুল হক পিপুলকে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মনিরুজ্জামান

ধীরু, সাধারণ সম্পাদক হারুন রাজু, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদ হাসান রনি, সাবেক সভাপতি হানিফ মন্ডল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল মেহমুদ, আহসান হাবীব মামুন, সাংবাদিক এফএ আলমগীর, ইয়াসির আরাফাত মিলন, হাসমত আলী, আ. রহমান, জামান তারিক, জিল্লুর রহমান মধু, মুনজুরুল ইসলাম, মাসুম বিল্লাহ, ওয়াসিম রয়েল, ইমতিয়াজ রয়েল, সুকমল চন্দ্র দাস বাধন, সুজন মাহমুদ, আবির হাসান রিফাত, ফরহাদ হোসেন প্রমুখ।

রাতে মাকে নিয়ে দেশ ছেড়েছেন সাকিব

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে দেশ ছেড়েছেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতে মাকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছেন এই ক্রিকেটার। রোববার দিবাগত রাত ৩ টার দিকে শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে বিদেশে পাড়ি জমান তিনি।

সাকিবপত্নী উম্মে আহম্মেদ শিশির তৃতীয় সন্তানের জন্ম দিচ্ছেন। তিনি দুই সন্তানকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রেই থাকেন।

দীর্ঘদিনের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরেন সাকিব। তবে ওয়ানডে সিরিজে আলো ছড়ালেও ঊরুর চোটে ছিটকে গেছেন টেস্ট থেকে।

২৩ ফেব্রুয়ারি নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশে দেশ ছাড়বেন তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিমরা। এই দলের সঙ্গে নিউজিল্যান্ড যাওয়ার কথা ছিল সাকিবের। তবে সিরিজ চলাকালীন তৃতীয় সন্তানের পিতা হবেন তিনি। এজন্য বোর্ডের কাছে ছুটি চেয়ে আবেদন করেছিলেন। সাকিবের আবেদন মঞ্জুর করে ছুটি দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। এজন্য নিউজিল্যান্ড সফল মিস করছেন সাকিব।

এদিকে আইপিএলে খেলতে শ্রীলংকার বিপক্ষে টেস্ট থেকে ছুটি চেয়েছেন

সাকিব। বিসিসি সেই আবেদনও মঞ্জুর করেছে। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। এই সমালোচনার মধ্যে সাকিবের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা না থাকা নিয়ে দোলাচল দেখা দিয়েছে।

এর আগে রোববার মাকে সঙ্গে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রগামী বিমানে উঠেছেন সাকিব। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিসিবির লজিস্টিক সাপোর্টের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা ওয়াসিম খান।

সাকিবের ভাগ্য নির্ধারণ আজ

চলতি বছরের জন্য বিসিবির সঙ্গে জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা এখনও ঘোষণা করা হয়নি। আইসিসির নিষেধাজ্ঞার কারণে গত বছর কেন্দ্রীয় চুক্তিতে ছিলেন না সাকিব আল হাসান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হোম সিরিজের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন হওয়া সাকিবের নতুন বছরের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে এপ্রিলে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশের টেস্ট খেলতে না চাওয়া এ অলরাউন্ডারকে লাল বলের ক্রিকেটে বিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তিতে এবার নাও রাখা হতে পারে। টেস্টের সময় আইপিএলে খেলার জন্য ছুটি চেয়েছেন সাকিব। বিসিবিও ছুটি মঞ্জুর করেছে। তাই নতুন বছরের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে সাকিবের ফেরা নিয়ে দেখা দিয়েছে ধোঁয়াসা।

এসবের মাঝেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে কয়েকজন সিনিয়র ক্রিকেটার ও কোচিং স্টাফের সদস্যদের আলাদাভাবে নিজের বাসায় তলব করেছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি নাজমুল হাসান। আজ আবার পুরো দলের সঙ্গেই বসবেন তিনি। তবে আগামীকাল নিউজিল্যান্ডের পথে রওনা হওয়ার অপেক্ষায় থাকা বাংলাদেশ দলের সঙ্গে মিরপুরের বিসিবি কার্যালয়ে আজকের সাক্ষাতটি সৌজন্যই হওয়ার কথা। এ উপলক্ষে হাজির থাকবেন বিসিবি পরিচালকদের অনেকেও। তাঁদের সঙ্গেই মূলত কেন্দ্রীয় চুক্তি নিয়ে কোনো একটি সিদ্ধান্তে আজই পৌঁছে যেতে পারে দেশের সর্বোচ্চ ক্রিকেট প্রশাসন।

পরিচালনা পর্ষদের সর্বশেষ সভায় ঠিক হয়েছিল, আরো কিছুদিন দেখে করা হবে চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের নতুন তালিকা। ক্রিকেট অপারেশনস কমিটির প্রধান আকরাম খানের বক্তব্যে মনে হচ্ছে সেটি হয়ে যেতে পারে দ্রুতই, ‘কালকের (আজ) সভায় আমিই বিষয়টি তুলব। এমনও হতে পারে এই সভা থেকেই কেন্দ্রীয় চুক্তির বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে যেতে পারে। যদিও অনেক দিন খেলার মধ্যে না থাকায় আমরা ঠিক করেছিলাম, কয়েকটি সিরিজের পারফরম্যান্স দেখেই তালিকা করব।’

এর মাঝখানেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ থেকে ছুটি নিয়ে সাকিব আল হাসানের আইপিএল খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টিও চলে এসেছে। কেন্দ্রীয় চুক্তিবিষয়ক আলোচনার অনেকটা জুড়েই তাই থাকার কথা এই অলরাউন্ডারের। আকরামও দিয়েছেন সে ইঙ্গিত, ‘সাকিবের বিষয়টি তো অবশ্যই আলোচনার দাবি রাখে।’ টেস্ট খেলতে না চাওয়া সাকিবকে লাল বলের চুক্তির বাইরে রাখার মতও আছে বোর্ডে। সেটি তাঁকে আর কখনো টেস্টে নিয়মিত পাওয়া যাবে না ধরে নিয়েই। তবে আকরাম এখনই অত দূরের ভাবনায় যেতে চান না, ‘আমার কাছে যে চিঠি আছে, তাতে সে মাত্র দুটি টেস্টের জন্য ছুটি চেয়েছে। আমাকে কথা বলতে হবে সেটি ধরেই।’

এদিকে নির্বাচকরাও চুক্তির জন্য সম্ভাব্য ক্রিকেটারদের তালিকা তৈরি করে রেখেছেন বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন, ‘আমরা তালিকা করে রেখেছি। বোর্ড চাইলেই দিয়ে দেব।’

সব জেনেশুনেই তামিমাকে বিয়ে করেছেন নাসির!

বাংলাদেশের জাতীয় দলের ক্রিকেটার নাসির হোসেনকে নিয়ে আলোচনা- সমালোচনা যেন থামছেই না। বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে কেবিন ক্রু তামিমা তাম্মিকে বিয়ে করেছেন এই ক্রিকেটার। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি হলুদ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি হয়েছে বিবাহোত্তর সংবর্ধনাও। এরইমধ্যে অভিযোগ ৮ বছরের কন্যাকে রেখে আগের স্বামীকে তালাক না দিয়েই নাসিরের সঙ্গে বিয়ে করেছেন স্ত্রী তামিমা তাম্মি।

শনিবার (২০ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রাইসা ইসলাম বাবুনি নামক এক ফেসবুক ব্যবহারকারীর একটি পোস্ট ভাইরাল হয়। যেখানে তামিমার স্বামী রাকিবের পক্ষে দাবি করা হয়েছে, এখনও তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে। তাদের ঘরে রয়েছে ৮ বছর বয়সী একটি মেয়ে সন্তানও। তালাক না দিয়ে নতুন বিয়ে করায় তামিমার বিরুদ্ধে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন রাকিব।

ফেসবুকে ভাইরাল হওয়া ওই পোস্টে রাকিবের সঙ্গে নাসিরের একটি অডিও কলও রয়েছে। যেখানে ক্রিকেটার নাসির হোসেনের একটি ফোন রেকর্ড মিলেছে যেখানে রাকিবকে ফোন করে জিডি করার ব্যাপারটি ধামাচাপা দিতে বলেন নাসির।

রাকিবের প্রশ্ন ছিল আপনি কি তামিমা সম্পর্ক সব কিছু জানেন?” উত্তরে নাসির হোসেন বলেন তার সব কিছু জেনেশুনেই আমি তাকে বিয়ে করেছি। তার বাচ্চা আছে, তার আগেও বয়ফ্রেন্ড ছিল সবকিছুই আমি জানি। আপনার বৌ আপনার সাথে ভালো থাকলে নিশ্চই আপনার ১১ বছরের সংসার ভেঙ্গে আমার কাছে চলে আসতো না।”
২০১১ সালে রাকিবের সঙ্গে তামিমার বিয়ে হয়।

বিষয়টি নিয়ে নাসিরের বড় ভাই নাসিম হোসেনের কাছে জানতে চাওয়া হয়। তিনি বলেন, আপাতত মন্তব্য করতে চাচ্ছেন না। তার ছোট ভাই খুব শিগগিরই গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান নাসিম।

‘অন্যের স্ত্রী’ বিয়ে, নাসিরকে সাবেক প্রেমিকার অভিনন্দন

বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে (১৪ ফেব্রুয়ারি) তামিমা তাম্মিকে বিয়ে করেন ক্রিকেটার নাসির হোসেন। আর ১৯ ফেব্রুয়ারি করেন বিবাহোত্তর সংবর্ধনা। তবে অভিযোগ উঠেছে, আগের স্বামীকে তালাক না দিয়েই নাসিরকে বিয়ে করেছেন তামিমা তাম্মি।

তামিমার স্বামী দাবি করা রাকিব এ বিষয়ে থানায় জিডি করেছেন।

এদিকে নাসিরের সাবেক প্রেমিকা অভিনেত্রী হুমায়রা সুবাহও কথা বলেছেন। অন্যের বউ বিয়ে করায় তিনি নাসিরকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন। গণমাধ্যমের একটি সংবাদ নিজ ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে শেয়ার করেন হুমায়রা। ফিলিং মুড দিয়েছেন ‘স্যাড’। আর লিখেছেন, ‘কিছুই বলার নেই’ বাই দ্যা ওয়ে ‘অভিনন্দন’।

অপরদিকে রাধানীর উত্তরা পশ্চিম থানায় নাসিরের বিরুদ্ধে জিডিও করেছেন রাকিব। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও (ওসি) শাহ মো. আক্তারুজ্জামান ইলিয়াস।

রাকিব পুলিশকে জানান, ২০১১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তিন লাখ টাকা দেনমোহরে তাদের বিয়ে হয়। গেল ১১ বছরে স্ত্রীর পড়াশোনা থেকে শুরু করে জব সবক্ষেত্রেই তিনি সাহায্য করেছেন।

তিনি বলেন, আমার আট বছরের একটি মেয়ে আছে। এখনও আমাদের ডিভোর্স হয়নি। কোনো নোটিশ ছাড়া কীভাবে আমার স্ত্রী ৮ বছরের বাচ্চাকে ফেলে অন্য একজনকে বিয়ে করল, সেটাই আমি বুঝতে পারছি না।’